পিতা জনক সজ্জনদের পুনর্জন্ম নিবারক আর সীতা নিজে পতিব্রতাদের অগ্রগণ্যা, তাই সীতা তাঁর দয়ার পাত্র।

রচনাধর্মী প্রশ্ন

প্রশ্ন ১। রামচন্দ্র সীতা পরিত্যাগের পক্ষে ভ্রাতাদের কাছে যে সকল যুক্তি দিয়েছিলেন তা লেখ অথবা সীতা পরিত্যাগ সম্পর্কে ভ্রাতাদের উদ্দেশে কথিত রামচন্দ্রের উক্তিগুলি নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ কর।

উত্তর— মহাকবি কালিদাসের অনুপম সৃষ্টি 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যের চতুর্দশ সর্গে 'সীতা পরিত্যাগ' সম্পর্কে বর্ণনা প্রসঙ্গে রামচন্দ্র চরমুখে সীতার অপবাদমূলক জনশ্রুতি শুনে প্রথমে সিদ্ধান্তগ্রহণে ইতস্ততঃ করে পরে সীতাকে পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেও তিনি কেন এরূপ নিদারুণ সিদ্ধান্ত নিলেন, সে সম্পর্কে ভ্রাতাদের অবহিত করানোর জন্য তাঁদের উদ্দেশে কয়েকটি কথা বলেছিলেন।

তিনি প্রথমে বিষণ্ণভাবেই ভ্রাতাদের নিকটে আহ্বান করে চরের মুখে শোনা সীতার লোকাপবাদের কথাটি বললেন। তারপরেই তিনি নিজেকে ধিক্কার দেওয়ার মত আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে, সদাচারশুদ্ধ সূর্যবংশ তার দ্বারাই কলঙ্কিত হলো। পুরবাসীদের মধ্যে সীতাকে কেন্দ্র করে যে নিন্দাবাদ বহুভাবে বিস্তৃত হচ্ছে তা রামচন্দ্রের নিকট অসহ্য হয়ে উঠেছে। তাই ঐ লোকনিন্দা দূর করার জন্য আসন্ন- প্রসবা সীতার সন্তান দর্শনের আকাঙ্খাও ত্যাগ করে তিনি ঐ মুহূর্তেই সীতাকে পরিত্যাগ করতে চাইছেন, যেমন পূর্বে পিতার আদেশ শোনামাত্র সসাগরা পৃথিবীকে ত্যাগ করেছিলেন।

এপ্রসঙ্গে তিনি বললেন যে, পুরবাসিগণ সীতার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করলেও তিনি জানেন যে, সীতার কোনরূপ পাপ নাই তথাপি লোকাপবাদ অত্যন্ত প্রবল। লোকের কথাতেই নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রে পতিত পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের কলঙ্ক হিসেবে প্রসিদ্ধ হ'য়েছে।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তাহ'লে ঐরূপ কষ্ট করে রাবণাদি রাক্ষসদের বধ করে সীতাকে উদ্ধার করার কি আবশ্যক ছিল? সেই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ রামচন্দ্র বলেছেন যে, রাক্ষস নিধন করা তাঁর বৃথা যায় নি, কারণ রাবণ সীতাকে হরণ করে তাঁর সঙ্গে বৈরতার সৃষ্টি করেছিল। বৈর নির্যাতন করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। সুতরাং তিনি যথার্থ কর্ম সম্পাদন করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলেছেন, কোনো পদাঘাতকারী ব্যক্তিকে যে সর্প দংশন করে, তা রক্তপানের লালসায় নয়, বরং অবমাননার প্রতিশোধার্থে।

অবশেষে সীতাকে পরিত্যাগ করাই তাঁর একমাত্র সিদ্ধান্ত জানিয়ে তিনি ভ্রাতাদের প্রতি অনুরোধের সুরে বললেন যে, যদি এই সীতার নিদারুণ অপবাদরূপ শেল তাঁর হৃদয় থেকে তুলে তাঁকে কিছুকাল জীবিত রাখতে চান, তাহ'লে তাঁরা যেন দয়াপরবশ হ'য়ে রামচন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করেন। শ্রীরামচন্দ্র ভ্রাতাদের নিকট সীতার প্রতি এরূপ নির্দয় সঙ্কল্প ঘোষণা করলে যখন কোন ভ্রাতাই তাঁকে নিষেধ বা সমর্থন কিছুই না করতে পেরে নীরব রইলেন তখন তিনি আজ্ঞাকারী ভ্রাতা লক্ষ্মণকে পৃথকভাবে সম্বোধন করে বললেন যে,

Scanned with OKEN Scanner

সীতা একদিন তপোবনগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, অতএব সেই ছলেই তিনি সীতাকে বধ করে বাল্মীকির আশ্রমে নিয়ে গিয়ে ত্যাগ করে আসুক।

প্রশ্ন ২।। লক্ষ্মণের প্রতি সীতার উক্তি অথবা স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা সীতার বিলাপোক্তিগুলি মাতৃভাষায় প্রকাশ কর এবং তার মাধ্যমে পরিস্ফুট সীতা চরিত্রটি দেখাও।

উত্তর— মহাকবি কালিদাসের অনুপম সৃষ্টি 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যের চতুর্দশ সর্গে শ্রীরামচন্দ্রকর্তৃক পরিত্যক্তা হয়ে অগ্নিপরিশুদ্ধা সীতাদেবীর কণ্ঠোদ্গত বিলাপোক্তিগুলি চৌদ্দটি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে ভারতের পতিব্রতা সর্বংসহা ধরণীদুহিতা সীতার অগ্নিপরিশুদ্ধ নির্মল চরিত্রের সুন্দর ছবি।

অগ্রজের আজ্ঞাকারী লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে তপোবনদর্শনচ্ছলে নিয়ে এসে বাল্মীকির তপোবনের নিকটবর্তী স্থানে রথ থেকে অবতরণ করিয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কোনক্রমে লোকনিন্দার জন্য রামচন্দ্র কর্তৃক সীতা পরিত্যক্তা হ'লেন— এই রাজাদেশটি উচ্চারণ করা মাত্র সীতার কাছে যেন সৃষ্টিধ্বংসকারী শিলাবর্ষণ হ'লো এবং তাঁরই আঘাতে সীতা চেতনা হারিয়ে জননী ধরণীর উপর লুটিয়ে পড়লেন। লক্ষ্মণের সেবা- শুশ্রূষায় তিনি যখন চেতনা ফিরে পেলেন, তখন তাঁর অন্তর পুড়ে যাচ্ছে, মনে হ'চ্ছে এ চেতনা তাঁর মূর্চ্ছার চেয়ে অনেক বেশি কষ্টকর। কিন্তু এই বেদনার মাঝেও বিনাদোষে তাঁকে পরিত্যাগ করার জন্য স্বামীর নিন্দা করলেন না, কেবল চির দুঃখিনী নিজের দুর্ভাগ্যকেই বারবার তিরস্কার করলেন।

লক্ষ্মণ তাঁকে শান্ত করে বাল্মীকির আশ্রম যাওয়ার পথ দেখিয়ে দিয়ে প্রণাম করে নিজের পরাধীনতার কথা উল্লেখ করে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। সীতা তাঁকে উঠিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, লক্ষ্মণ যে সর্বদা অগ্রজের অধীন একথা তাঁর জানাই আছে। সুতরাং লক্ষ্মণের প্রতি তিনি প্রীতাই আছেন। এরপর সীতাদেবী শাশুড়ীমাতাদের সকলকে প্রণাম জানিয়ে তাঁর গর্ভে থাকা তাঁদের পুত্রের সন্তানের মঙ্গল কামনা করার জন্য প্রার্থনা করলেন। তারপর রামচন্দ্রকে বলার জন্য লক্ষ্মণকে বললেন যে, নিজের চোখে তাঁকে অগ্নিপরীক্ষায় শুদ্ধা দেখেও যে কেবল লোকনিন্দা শুনেই ত্যাগ করলেন— একাজ সম্ভবতঃ তাঁর বিদ্যা ও কুলমর্যাদার অনুরূপ হলো না। তারপরই নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে বলেছেন যে, তিনি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁর কোন কাজকেই স্বেচ্ছাচার আশঙ্কা করা উচিত নয়, বরং এটি নিশ্চয় সীতার নিজেরই পাপকর্মের ফল। একদিন রামচন্দ্র রাজলক্ষ্মীকে অনাদর করে (আমাকে) সীতাকে সঙ্গে নিয়ে বনে গিয়েছিলেন, তাই এখন রাজলক্ষ্মী তাঁর আশ্রয়ে স্থান পেয়ে প্রচণ্ড রোষে (আমাকে) সীতাকে রাজভবনে থাকতে দিলেন না।

তারপর আকুল হয়ে লক্ষ্মণের মাধ্যমে রামচন্দ্রকে বলেছেন, একসময় রাক্ষসদের দ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে তপস্বিনীরা যে রামচন্দ্রের গৌরবে সীতার কাছে আশ্রয় নিতেন সেই সীতা রামচন্দ্র রাজা রূপে থাকতে কিভাবে অপরের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে? শেষে বলেছেন, যদি তার গর্ভে রামচন্দ্রের সন্তান না থাকত তাহলে এই চিরবিচ্ছেদের দুঃখ সহ্য করে নিষ্ফল দুর্ভাগ্যময় জীবন ধারণ করতেন না। তিনি সন্তান প্রসবের পরই সূর্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তপস্যা করবেন বলে জানিয়েছেন। তাঁর তপস্যার কারণ বলেছেন যে, তিনি জন্মান্তরেও যেন রামচন্দ্রকেই স্বামীরূপে লাভ করেন, তবে আর বিচ্ছেদ যেন না ঘটে। অবশেষে মনুপ্রবর্তিত

রাজধর্মের কথা স্মরণ করিয়ে বলেছেন যে, তাঁকে লোকনিন্দায় এভাবে পরিত্যাগ করলেও সাধারণ তপস্বিনী হিসাবেও তাঁকে রক্ষা করা রামচন্দ্রের কর্তব্য।

লক্ষ্মণ তাঁর এই নির্দেশাত্মক বিলাপোক্তিগুলি স্বীকার পূর্বক প্রত্যাবর্তন করে যখন দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেলেন তখন সীতা- দেবী সমস্ত বনভূমিকে কাঁদিয়ে নিজে দুর্বহ দুঃখের ভারে বাণবিদ্ধা কুররীর মত মুক্তকণ্ঠে কেঁদে উঠলেন।

লক্ষ্মণের প্রতি সীতার এই উক্তি নিচয়ের আলো সেই তার চরিত্রের সামগ্রিক গুণাবলী পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি সংজ্ঞালাভের পরই দুর্ভাগ্যকে নিন্দাবাদ করে যুগপদ নিজের ধৈর্য ও পতিপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। রামের এতবড় নিষ্ঠুর কর্মের যে প্রধান সহায় সেই লক্ষ্মণকে বিন্দুমাত্র তিরস্কার না করে দীর্ঘজীবী হওয়ার আশীর্বাদ করে স্বজনবাৎসল্য গুণের পরিচয় দিয়েছেন। গুরুজনদের প্রতি প্রণাম জানিয়ে এই চরম বিষাদের মুহূর্তেও বিশ্ববাসীকে তাঁর শ্রদ্ধালুচিত্তের পরিচয় জ্ঞাপন করেছেন। কী অসীম তাঁর মাতৃত্বমহিমা! অসহ্য বিচ্ছেদ বিড়ম্বনাকে সহ্য করেও তিনি সন্তানের জন্য জীবনধারণ করতে চেয়েছেন। অনুরূপ বিশাল তাঁর বিশ্বস্ততা। তাই রাম তাঁকে পরিত্যাগ করলেও তিনি বিশ্বাস করেন যে, তিনি রামচন্দ্রের কাছে নিন্দিতা নন তাই তিনি পরজন্মেও রামকে পতিরূপে পাওয়ার তপস্যা করবেন। সুতরাং মানবশরীরে যতগুলি দিব্যগুণ থাকতে পারে, সমস্তই এক সীতা চরিত্রে প্রকাশ লাভ করেছে। স্নিগ্ধতা, মাধুর্য ও সৌন্দর্যেই গড়া সীতা, তিনি অনুপমা।

প্রশ্ন ৩।। পতিপরিত্যক্তা সীতাকে বাল্মীকির আশ্বাসদান ও আশ্রয়দান বৃত্তান্তটি বর্ণনা কর।

উত্তর— মহাকবি কালিদাসের অনুপম সৃষ্টি 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যের চতুর্দশ সর্গে— রামচন্দ্র কর্তৃক পরিত্যক্তা অগ্নিপরিশুদ্ধা পতিব্রতা দুঃখার্তা সীতাকে মহামুনি বাল্মীকি যেভাবে সান্ত্বনা দিয়ে ও আশ্রয় দান করে আশ্বস্তা করেছিলেন তা দশটি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

সীতাকে পরিত্যাগ করে লক্ষ্মণের প্রস্থানের পর সমস্ত বনভূমিকে ক্রন্দন মুখর করে সীতা আকুল ভাবে মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন করতে থাকলে সেই ক্রন্দনধ্বনি শুনে পরমকারুণিক আদিকবি বাল্মীকি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে সম্মুখে দন্ডায়মান দেখে সীতা চোখের জল মুছে তাঁর চরণ বন্দনা করলেন। মহামুনিও তাঁকে সন্তানসম্ভবা দেখে সুপুত্রলাভের আশীর্বাদ দিয়ে পরম আশ্বাসদানের সুরে বললেন,—

তিনি ধ্যানযোগেই জানতে পেরেছেন যে, তার (সীতার) স্বামী মিথ্যা লোকাপবাদে অস্থির হয়ে তাকে ত্যাগ করেছেন, তবে তাকে দুঃখ করতে হবে না, সে মনে করুক যেন সে অন্য পিতার গৃহে উপস্থিত হ'য়েছে। সেই সঙ্গে আরও বললেন যে, তাঁর স্বামী অর্থাৎ রামচন্দ্র যদিও রাক্ষসবধরূপ কার্যদ্বারা ত্রিভুবনের কন্টক উদ্ধার করেছেন, সত্যনিষ্ঠ ও নিরহঙ্কার তথাপি সীতার প্রতি অকারণে ঐরূপ গর্হিত আচরণ করার জন্য তিনি সত্যই রামচন্দ্রের উপর অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছেন। তারপরই সীতার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বা করুণার কারণ সম্পর্কে বলেছেন, সীতার শ্বশুর রাজা দশরথ তাঁর বন্ধু ছিলেন এবং তার পিতা হলেন সজ্জনদের মুক্তিপথ-প্রদর্শক; তাই সীতা তাঁর একান্ত অনুগ্রহভাজন। এবার তিনি আশ্রয়দানের জন্য সীতাকে যথার্থ আশ্বাস দিয়ে বললেন যে, তাঁর তপোবনে তপস্বীদের সংসর্গে সমস্ত প্রাণীই

Scanned with OKEN Scanner

শান্ত, সুতরাং এই তপোবনে সীতা নির্ভয়ে বাস করুক এবং এস্থানে নির্বিঘ্নে প্রসব হওয়ার পর তাঁর সন্তানের সমস্ত সংস্কারও যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে। তমসা নদীর তীরে তাঁর আশ্রম, অতএব ঐ শোকনাশিনী নদীতে সীতা স্নান করে তার বেলাভূমিতে পূজাপার্বণের কাজ করবে এবং তাহ'লে তার মন শান্ত থাকবে। সেইসঙ্গে সীতার চিত্তবিনোদনের জন্যও বাল্মীকি বললেন যে, আশ্রমে মুনিকন্যারা প্রত্যেক ঋতুতে ফুল তুলে, ফল কুড়িয়ে, ক্ষেত থেকে নীবার ধান সংগ্রহ করে ও নূতন নূতন বিষয়ে মধুর আলাপ করে সীতাকে আনন্দ দেবে। সীতাও নিজের শক্তি অনুসারে কলস নিয়ে জলসেচ করে আশ্রমের চারাগাছগুলিকে বড় করে তুলুক, তাহ'লে তার মাধ্যমে সন্তান জন্মের আগেই সীতা শিশুকে স্তন্যদানের আনন্দ অনুভব করবে।

তারপর অনুগ্রহে প্রসন্না সীতাকে নিয়ে যেখানে শান্ত পশুরা বিচরণ করছে এবং যজ্ঞবেদীর পাশে হরিণের দল শুয়ে আছে এমন নিজের আশ্রমে করুণার্দ্রচিত্ত মহামুনি বাল্মীকি উপস্থিত হ'লেন।

পরমকারুণিক আদিকবি বাল্মীকি এইভাবে পতিপরিত্যক্তা দুঃখার্তা সীতাকে সান্ত্বনা ও আশ্রয় দিয়ে আশ্বস্তা করেছিলেন।

Scanned with OKEN Scanner

সংস্কৃত ব্যাখ্যা

ক) নিশ্চিত্য চানন্য .... যশো গরীয়ঃ।।৫

কবিকুলচূড়ামণি-মহাকবি-কালিদাসস্য অনুপমকৃতেঃ 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যস্য 'সীতাপরিত্যাগ' শীর্ষকে চতুর্দশসর্গে কবিনা নিবদ্ধোঽয়ং শ্লোকঃ।

রামচন্দ্রো ভদ্রাভিধানস্য চরস্য মুখাৎ সীতাশ্রিতং জনাপবাদং শ্রুত্বা মর্মাহতঃ সন্নপি সীতাপরিত্যাগরূপং নিদারুণং সিদ্ধান্তং গৃহীতবান্। অভিরামস্য রামচন্দ্রস্য এবং পরুষনিশ্চয়স্য যৌক্তিকতাং দর্শয়ন্ কবিরাহ নিশ্চিত্যেতি।

চরমুখাৎ সীতাশ্রিতং জনাপবাদং শ্রুত্বা মর্মাহতেন রামচন্দ্রেন প্রাক্ অপাপবিদ্ধায়াঃ সীতায়াঃ নিন্দা উপেক্ষণীয়া বা জায়া সন্ত্যজ্যতে ইতি দোলাচলচিত্তবৃত্তিনাপি অন্তে সীতা পরিত্যাজ্যৈবেতি স্থিরীকৃতা। যতঃ সীতা অগ্নিশুদ্ধেতি সর্বজনবিদিতা তথাপি যদা পুরবাসিনঃ রাক্ষসগৃহবাসমবলম্ব্য সীতায়াঃ অপবাদং কথয়ন্তি তদা সীতাপরিত্যাগমন্তরেণ কেনাপ্যুপায়েন সীতাপবাদস্য নিবৃত্তির্নাস্তি ইতি নিশ্চিত্য আত্মনস্তথা রঘুকুলস্য যশোরক্ষার্থং রামচন্দ্রঃ সীতাং পরিত্যক্তুমৈচ্ছৎ।

রামচন্দ্রঃ প্রাণপ্রিয়াং সীতামগ্নিশুদ্ধামপাপবিদ্ধাং জ্ঞাত্বাপি কথমেবং সিদ্ধান্তং গৃহীতবান্ তদ্ বিজ্ঞাপয়িতুং কবিনা অর্থান্তরেণ ন্যস্যতে। যশোধনাঃ সর্বেভ্যঃ পার্থিবদ্রব্যেভ্যো যশঃ এব শ্রেয় ইতি মন্যন্তে। যতঃ জগতি যশো বিনা সর্বমেব নশ্বরম্। ধনং জীবনং যৌবনং সর্বমেব পদ্মপত্রে জলমিব ক্ষণস্থায়ি চঞ্চলঞ্চ কেবলং যশশ্চিরং তিষ্ঠতি। কথ্যতে কবিনা—

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনং।
চলাচলমিদং সর্বং কীর্তির্যস্য স জীবতি।।

যশঃশরীরে এব জনশ্চিরজীবী অমরো ভবিষ্যতি। তেন যস্মিন্ কর্মণি যশো বিদ্যতে তৎ কর্ম এব করণীয়ম্। প্রজারঞ্জকো রাজা রামচন্দ্রোঽত্র যশোরক্ষার্থমেব আত্মনঃপ্রিয়াং পত্নীং সীতাং ত্যজতি। অতঃ সর্বেষামেব রামবৎ সর্বত্যাগেনাপি যশোলাভার্থং সর্বথা যতিতব্যমিতি।

অত্র অর্থান্তরন্যাসালঙ্কারঃ।

খ) রাজর্ষিবংশস্য .... পয়োদবাতাদিব দর্পণস্য।।৭

কবিকুলচূড়ামণি-মহাকবি-কালিদাসস্য অনুপমকৃতেঃ 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যস্য 'সীতাপরিত্যাগ' নামকাৎ চতুর্দশসর্গাদুদ্ধৃতোঽয়ং শ্লোকঃ।

রামচন্দ্রো ভদ্রাভিধানস্য চরস্য মুখাৎ সীতাশ্রিতং জনাপবাদং নিশম্য মর্মাহতঃ সন্নপি অপবাদমিমং পরিমার্ষ্টুম্ সীতাপরিত্যাগমেব একং পন্থানং নিশ্চিত্য তস্য এবং নিদারুণং সিদ্ধান্তং সযৌক্তিকং জ্ঞাপনার্থং সর্বাননুজান্ আহূয় রামচন্দ্রস্তান এতৎ কথয়ামাস।

সূর্যসম্ভূতানাং মন্বাদীনাং রাজর্ষীণাং বংশোঽয়ং রঘুবংশো নির্মলঃ নিষ্পাপ ইতি বিশ্ববিশ্রুতঃ। অস্মিন্ বংশে মনুপ্রভৃতি দশরথান্তাঃ সর্বে নৃপতয়ঃ পূতচারিত্রাঃ, তেষাং পবিত্রাচরণেন রাজধর্মপালনেন চ বসুন্ধরা কৃতার্থা। কিন্তু অস্মিন্নেব বংশে জাতো রামচন্দ্রঃ তাদৃশং রাজধর্মং পালয়িতুমশক্তঃ। রামচন্দ্রস্য এষ এব পরিতাপঃ। তস্য পূর্ববংশীয়াঃ পবিত্রাচরণেন বংশং নির্মলং কৃতবন্তঃ তং রাজবংশমিদানীং রামচন্দ্রঃ স্বেন কর্মণা কলঙ্কিতং করোতি।

অত্র তেন উপময়া কথ্যতে, যথা মেঘস্পৃষ্টেন বাতেন দর্পণস্য নৈর্মল্যং প্রনাশ্য কলঙ্কো জায়তে তথা রামচন্দ্রেণ রক্ষোগৃহস্থায়াঃ সীতায়াঃ পুনর্গ্রহণাৎ জাতেন জনাপবাদেন সদ্বৃত্তশুদ্ধস্য সূর্যবংশস্য কলঙ্কো জায়তে।

অতঃ অবিলম্বেনৈব রঘুবংশস্য গৌরবরক্ষণার্থং রামচন্দ্রেণ সীতাপরিত্যাগঃ কর্তব্য ইতি রামচন্দ্রস্য আশয়ঃ।

অত্র উপমালঙ্কারঃ।

গ) পৌরেষু সোঽহং .... স্থাণুমিব দ্বিপেন্দ্রঃ।।৮

[প্রসঙ্গার্থং 'খ' চিহ্নিতস্য শ্লোকস্য ব্যাখ্যায়াঃ প্রথমদ্বিতীয়ানুচ্ছেদদ্বয়ং লেখ্যম্]।

অত্র রামচন্দ্রো ভ্রাতৄন্ আহ,—সীতায়াঃ রক্ষোগৃহে অবস্থানমলম্ব্য পুরবাসিনঃ যাদৃশীং নিন্দামালোচয়ন্তি তেন নিন্দাবাদেন চ রামচন্দ্রেন সহ রঘুকুলং যথা কলঙ্কিতং ভবতি তৎসর্বং কথমপি স সোঢুং ন শক্নোতি। অপি চ অধুনায়ং নিন্দাবাদঃ কেবলম্ রাজপুর্য্যাং ন তিষ্ঠতি। যথা একস্তৈলবিন্দুঃ জলে পতিতঃ তরঙ্গাৎ তরঙ্গান্তরে প্রসরতি তথা অয়মপ্যপবাদঃ সর্বেষু পৌরেষু প্রচরিতঃ। অনেনাপবাদেন তস্য যশোমণ্ডিতেন চরিতেন সহ সদ্বৃত্তশুদ্ধো রঘুকুলঃ ক্রমেন কলঙ্কপঙ্কে নিমজ্জতি। সীতা- বিষয়াপবাদোঽয়ং করিরাজং প্রতি আলানস্তম্ভ ইব রামং প্রতি অসহনীয়ঃ। যথা সদ্যোগৃহীতঃ করিরাজো বন্ধনক্রমং ন সহতে তথা রামোঽপি সদ্যঃ কৃতং কলঙ্কমিমং ন সহতে।

অতঃ জনাপবাদদহনাৎ মুক্তিলাভার্থং রামচন্দ্রঃ সীতাপরিত্যাগসিদ্ধান্তং স্থিরং গৃহীতবানিতি রামস্যাভিপ্রায়ঃ।

ঘ) অবৈমি চৈনামনঘেতি .... শুদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ।।১০

[প্রসঙ্গার্থং 'খ' চিহ্নিতস্য শ্লোকস্য ব্যাখ্যায়াঃ প্রথমদ্বিতীয়ানুচ্ছেদদ্বয়ং লেখ্যম্]।

ননু সর্বথা সাধ্বী ন ত্যাজ্যা—ইত্যাহ অবৈমিতি। এনাং সীতাম্ অনঘা সাধ্বী ইতি চ অবৈমি। কিন্তু মে মম লোকাপবাদঃ বলবান্ মতঃ। কুতঃ হি যস্মাৎ প্রজাভিঃ ভূমেঃ ছায়া প্রতিবিম্বং শুদ্ধিমতঃ নির্মলস্য শশিনঃ মলত্বেন কলঙ্কত্বেন আরোপিতা অতো লোকাপবাদ এব বলবান্ ইত্যর্থঃ।

অধুনা রামচন্দ্রো মর্মবেদনয়া সহ কথয়তি, সীতামপাপাং জানে, তথাপি ইদানীং ময়া স ত্যজ্যতে। অত্র লোকাবাদ এব কারণম্। লোকাপবাদ এব হি মহতা প্রভাবেণ অপাপামপি সীতাং পাপবিদ্ধামিব করোতি। কিন্তু লোকরঞ্জনব্রতেন ময়া অয়ম্ অপবাদঃ অনুপেক্ষণীয়ঃ। অত্র দৃষ্টান্তো নিরবদ্যশ্চন্দ্রোলোকত এবাসৌ কলঙ্কী, ন তু তত্ত্বতঃ। যাস্মিন্ মলিনতা দৃশ্যতে সা হি ভূমেশ্ছায়া। কিন্তু প্রজা যথা ভূপ্রতিবিম্বং নির্মলে চন্দ্রে কলঙ্কত্বেন আরোপয়তি, নির্মলস্বভাবায়াঃ সীতায়াঃ রাবণগৃহবাসমপি তথা তস্যাঃ পবিত্রে চরিত্রে কলঙ্কত্বেন কল্পয়তি।

তৎ অধুনা প্রজানুরঞ্জনার্থং রাজধর্মপালনার্থং চ সীতা রামস্য ত্যাজ্যৈবেতি ভাবঃ।

ঙ) রক্ষোবধান্তো .... দশতি দ্বিজিহ্বঃ।।১১।

[প্রসঙ্গ পূর্ববৎ]।

Scanned with OKEN Scanner

রামচন্দ্র আহ বৎস ইতি। কিং চ মে রক্ষোবধাত্তঃ প্রয়াসঃ বৃথা? ন। কিন্তু বৈরপ্রতিমোচনায় বৈরশোধনায় তথাহি অমর্ষণঃ জিজিহ্বঃ সর্পঃ যদা পাদেন স্পৃশন্তম্ পুরুষং শোণিতাকাঙ্ক্ষয়া দশতি কিম্? কিন্তু বৈরনির্যাতনায় ইত্যর্থঃ।

অত্র তাদৃশার্থং সংশয়ং দূরীকর্তুং রামেণোক্তং—সীতোদ্ধারার্থং তাদৃশঃ রাবণবধরূপঃ ক্লেশঃ সীতাপরিত্যাগেন অধুনা বিফলীভবিষ্যতীতি ন বক্তব্যম্। তেন চ শ্রমেণ বৈরং শোধিতং, বৈদেহ্যা উদ্ধারস্তু প্রসঙ্গতঃ প্রাপ্তঃ। অত্র দৃষ্টান্তভাবেন রাম আত্মনো বাক্যস্য যাথার্থ্যং দর্শয়তি—তেজীয়ান্ ক্রুদ্ধঃ সর্পঃ যং পাদেন তাড়য়ন্তং জনং দশতি তৎ তস্য শোণিতপানায় ন, বৈরনির্যাতনায় এব।

রঘুকুলমর্যাদাবিঘাতকাঃ রাবণাদয়ঃ রাক্ষসাঃ যথা তে একদা বধ্যা আসীৎ তথৈব যস্যাঃ রঘুকুলে কলঙ্কঃ সমুপস্থিতা সা সীতাপি তে পরিত্যাজ্যা। অতঃ তস্য সীতাপরিত্যাগরূপঃ সিদ্ধান্তঃ ভবদ্‌ভিঃ ভ্রাতৃভিরপি স্বীকার্য ইত্যভিপ্রায়ঃ রামস্য।

চ) স শুশ্রুবান্ .... হ্যবিচারণীয়া।।

কবিকুলচূড়ামণি-মহাকবি-কালিদাস-বিরচিতস্য 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যস্য 'সীতাপরিত্যাগ' নামকাদ্ চতুর্দশসর্গাদ্ গৃহীতোঽয়ং শ্লোকঃ।

চরমুখাদ্ রামচন্দ্রঃ সীতাশ্রিতং জনাপবাদং শ্রুত্বা মর্মাহতোঽপি রাজধর্মপালনার্থং তথা প্রজানুরঞ্জনার্থং নিষ্কলঙ্কস্য সূর্যবংশস্য কলঙ্কাপনোদনায় অপাপবিদ্ধায়াঃ অগ্নিপরিশুদ্ধায়াঃ অপি সীতায়াঃ পরিত্যাগং নিশ্চিত্য সর্বান্ অনুজান্ সযুক্তিকং আত্মনঃ সিদ্ধান্তং কথয়ামাস। রামচন্দ্রস্য তস্মিন্নেবাবসরে সীতায়াঃ পরিত্যাগার্থং ভক্তিমন্তম্ অনুজং লক্ষ্মণম্ আদিদেশ। রামচন্দ্রস্য অয়ং নিদারুণাদেশো লক্ষ্মণেন কথম্ নির্বিকারেণ স্বীকৃতঃ তস্য যুক্তিং দর্শয়িতুং কবিরাহ স ইতি।

পিতুঃ নিয়োগাৎ শাসনাৎ ভার্গবেণ জামদগ্ন্যেন মাতরি দ্বিষতি ইব দ্বিষদ্বৎ প্রহৃতং প্রহারং শুশ্রুবান্ সঃ লক্ষ্মণঃ তৎ অগ্রজশাসনং প্রত্যগ্রহীৎ। হি যস্মাৎ গুরূণাম্ আজ্ঞা অবিচারণীয়া।

অত্র কবের্মতং যৎ, পুরা পরশুরামঃ পিত্রাদেশেন শত্রোরিব মাতুঃ শিরশ্চিচ্ছেদ ইতি লক্ষ্মণেন শ্রুতম্, অতঃ গুরোরাজ্ঞা অবিচারিত চিত্তেন পালনীয়া ইতি বুদ্ধ্যা লক্ষ্মণঃ অপাপবিদ্ধাং সীতাং প্রতি শ্রদ্ধাশীলোঽপি অগ্রজস্য রামস্য সীতাপরিত্যাগরূপম্ আদেশম্ অবিচারিতচিত্তেন স্বীকৃতবান্। অতো গুরুবচনস্তু যুক্তাযুক্তবিচারম্ অন্যায্যমিতি।

ছ) গুরোর্নিয়োগাদ্ .... স্থিতয়াপুরস্তাৎ।।২১

কবিকুলচূড়ামণি-মহাকবি-কালিদাস-বিরচিতস্য 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যস্য 'সীতাপরিত্যাগাখ্যে' চতুর্দশ সর্গে নিবদ্ধোঽয়ং শ্লোকঃ।

তপোবনদর্শনব্যাজেন সীতাপরিত্যাগার্থমং রামচন্দ্রেনাদিষ্টো লক্ষ্মণঃ সুমন্ত্রচালিতেন রথেন সীতাং গঙ্গাতটোপান্তে বনপ্রদেশং নীত্বা যদা তত্র পরিত্যক্তুম্ উদ্যতোঽভবৎ তদা গঙ্গ ায়াঃ উত্থিতাং ঊর্মিমালাং সংলক্ষ্য কবি রুৎপ্রেক্ষাশ্রিতাম্ উক্তিমিমামাহ গুরোরিতি।

গুরোঃ জ্যেষ্ঠস্য নিয়োগাৎ সাধ্বীম্ বনিতাম্ অত্যাজ্যামিত্যর্থঃ। বনান্তে বিহাস্যন্ ত্যক্ষ্যন্ সুমিত্রাতনয়ঃ লক্ষ্মণঃ পুরস্তাৎ অগ্রে স্থিতয়া জহ্নোঃ দুহিত্রা জাহ্নব্যাঃ উত্থিতৈঃ বীচিহস্তৈঃ

অবার্যত ইব। অকার্যং মা কুরু ইত্যবার্যত ইব ইতি উৎপ্রেক্ষা।

অগ্নিপরিশুদ্ধাং অত্যাজ্যাং সীতাম্ লোকাপবাদাদ্দেব রামস্য শাসনেন ত্যক্ষ্যন্ লক্ষ্মণো যদা জাহ্নবীতীরং প্রাপ, তদানীং বহতা বাতেন গঙ্গাজলে মহান্তঃ তরঙ্গা, জাতাঃ। কবিরত্র উৎপ্রেক্ষয়া কথয়তি নৈতে তরঙ্গাঃ, কিন্তু অত্যাজ্যাং সীতাং নিজতটে তপোবনে ত্যক্ষ্যন্তং লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা পুরঃস্থিতা জাহ্নবী মাতৃস্নেহবশাৎ নিজতরঙ্গরূপৈঃ হস্তৈঃ তম্ অকার্যাৎ নিবারয়ামাস ইব। গঙ্গা লক্ষ্মণং নিষেদ্ধুম্ হস্তমুত্তোল্য-বিরম পাপাদস্মাদিতি কথয়তীব।

জ) সা লুপ্তসংজ্ঞা .... কষ্টতরঃ প্রবোধঃ।।২৬।।

কবিকুলচূড়ামণি-মহাকবি-কালিদাস-বিরচিতস্য 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যস্য 'সীতাপরিত্যাগ' শীর্ষকে চতুর্দশসর্গে শ্লোকোঽয়ং সমুপলভ্যতে।

তপোবনদর্শনব্যাজেন সীতাপরিত্যাগার্থং রামচন্দ্রেণাদিষ্টো লক্ষ্মণঃ সমুদ্রচালিতেন রথেন সীতাং বাল্মীকেরাশ্রমপ্রান্তং নীত্বা তত্র তাং বিসসর্জ। অস্মিন্ পরিত্যাগাবসরে লক্ষ্মণমুখাৎ রামবচনং নিশম্য সীতায়াঃ চেতসি সঞ্জাতাং দুঃখময়ীম্ অবস্থাং বর্ণয়ন্ কবিরাহ সেতি।

লুপ্তসংজ্ঞা নষ্টচেতনা মূর্চ্ছিতা সা দুঃখং ন বিবেদ। প্রত্যাগতাসুঃ লব্ধসংজ্ঞা সতী অন্তঃ সমতপ্যত দুঃখেন অদহ্যত ইত্যর্থঃ। তস্যাঃ সীতায়াঃ সুমিত্রাত্মজযত্নলব্ধঃ প্রবোধঃ মোহাৎ কষ্টতরঃ অতিদুঃসহঃ অভূৎ দুঃখবেদাসম্ভবাৎ।

নিসর্গত এব সা অতিকোমলা জনকরাজনন্দিনী সীতা যদা মূর্চ্ছিতা আসীৎ তদা পতিপরিত্যাগদুঃখং ন অন্বভূৎ। কিন্তু লক্ষ্মণপ্রযত্নাৎ লব্ধসংজ্ঞা সতী ভর্ত্রা কেবলং অলীকং লোকাপবাদং শ্রুত্বা পরিত্যাগং চিন্তয়ন্তী দুঃখেন অদহ্যত। অতস্তদানীং সীতায়াঃ সংজ্ঞালাভঃ মোহাৎ অতি দুঃসহো বভূবেতি।

ঝ) উপস্থিতাং পূর্বম্ .... ন তদ্ভবনে।।৩৩

কবিকুলচূড়ামণি-মহাকবি-কালিদাস-বিরচিতস্য 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যস্য 'সীতাপরিত্যাগ' নামকে চতুর্দশ সর্গে নিবদ্ধোঽয়ং শ্লোকঃ।

তপোবনদর্শনব্যাজেন রামেচন্দ্রেনাদিষ্টো লক্ষ্মণো সুমন্ত্র চালিতেন রথেন সীতাং বাল্মীকস্তপোবনপ্রান্তমানীয় তত্র তাং বিসসর্জ। ততঃ লোকাপবাদবিচলিতেন রামেণ সীতা চিরায় পরিত্যক্তা ইতি লক্ষ্মণে কৃচ্ছ্রাৎ নিবেদিতে শোকাহতা সীতা আত্মনো ভাগ্যং নিন্দন্তী তস্যাং এবং পত্যা পরিত্যাগস্য কারণনির্দেশাত্মকাং বিলাপোক্তিমিমামাহ উপস্থিতামিতি।

পূর্বম্ উপস্থিতাং প্রাপ্তাং লক্ষ্মীম্ অপাস্য ময়া সার্ধং বনং প্রপন্নঃ অসি। তৎ তস্মাৎ তয়া লক্ষ্ম্যা অতিরোষাৎ তদ্ভবনে আস্পদং প্রতিষ্ঠাং প্রাপ্য বসন্তী অহং সোঢ়া ন অস্মি।

পূর্বং পিতৃসত্যপালনার্থং বনবাসকালে রামচন্দ্রঃ করায়ত্তাং রাজলক্ষ্মীং বিহায় ময়া সীতয়া সহ বনং গত্বা চিরমেকত্র স্থিতবান্। ততঃ প্রভৃতি রাজলক্ষ্মীঃ মাং প্রতি জাতরোষা। অধুনাপি অহং রামেণ সহ রাজপুর্যাং প্রতিষ্ঠাং প্রাপ্য বসামি। তেন অসহমানা রাজলক্ষ্মী রক্ষোভবনস্থিতিরূপম্ রন্ধ্রম্ আস্বাদ্য মাং রাজগৃহাৎ দূরীকরোতি ইতি।

ঞ) সাহং তপঃ সূর্য .... ন চ বিপ্রয়োগঃ।।৩৬

কবিকুলচূড়ামণি-মহাকবি-কালিদাস-বিরচিতস্য 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যস্য 'সীতাপরিত্যাগ'

Scanned with OKEN Scanner

ইতি চতুর্দশ সর্গে নিবদ্ধোঽয়ং শ্লোকঃ।

রামচন্দ্রেণাদিষ্টৌ লক্ষ্মণঃ তপোবনদর্শনব্যাজেন সুমন্ত্রচালিতরথেন সীতাং বাল্মীকেস্তপোবনোপান্তমানীয় তত্র তাং বিসসর্জ। ততঃ লোকাপবাদবিচলিতেন রামেণ সীতা আশৌ অস্থানে ভাগ্যং বিনিন্দ্য অন্তে তস্যাঃ তদা কৃতানি চ উক্তিঃ বিলপন্তী আহ সাহমিতি। যথা

সা অহং প্রসূতে ঊর্ধ্বম্ সূর্যনিবিষ্টদৃষ্টিঃ সতীঃ তথাবিধং তপঃ চরিতুম্ যতিষ্যে। যথা ভূয়ঃ তেন তপসা মে মম জন্মান্তরে অপি ত্বমেব ভর্তা স্যাঃ বিপ্রয়োগশ্চ ন স্যাৎ।

রামেণ পরিত্যক্তাপি সীতা পতিব্রতায়াঃ পরাকাষ্ঠাং মর্যাদাত্রাহ, ভবতা ভর্ত্রা সুখানি মে অভোগ্যানি, বিরহাদ্ দুঃখান্যপি তথৈবাসন্। অতঃ যৎ জন্মান্তরেঽপি ত্বমেব মে নাথঃ ন তু পুনর্বিরহঃ, তত্তু ভাগ্যাধীনম্। অতঃ প্রসবানন্তরং সূর্যে দৃষ্টিং নিধায় তপস্যাম্ এবম্ সুকৃতিমর্জয়িষ্যে। যয়াহং পরজন্মন্যপি ত্বামেব পতিং লব্ধা বিরহদুঃখং দূরীকর্তুং শক্নুয়াম্।

ভাবসম্প্রসারণম্

১। যশোধনানাং হি যশো গরীয়ঃ। ৩৫/৫

উত্তর— ইহ খলু জগতি ত্রিবিধা জনা বিদ্যন্তে উত্তমা মধ্যমা অধমাশ্চ। তেষাং স্বরূপবৈশিষ্ট্যং দর্শয়ন্ প্রাচীন আহ—

অধমা ধনমিচ্ছন্তি ধনমানৌ চ মধ্যমাঃ।
উত্তমামানমিচ্ছন্তি মানো হি মহতাং ধনম্।।

যে তাবদ্ মানিন স্তে সর্বদা যশঃশরীরেণ জীবিতুমিচ্ছন্তি। পার্থিবেষু সম্পৎসু তেষাং বিশ্বাসো নাস্তি। যশোধনাঃ সর্বদা সর্বেভ্যঃ পার্থিব দ্রব্যেভ্যো যশ এব শ্রেয় ইতি মন্যন্তে। যতো জগতি যশো বিনা সর্বমেব নশ্বরম্। ধনং জীবনং যৌবনং সর্বমেব পদ্মপত্রে জলমিব অস্থায়ি চঞ্চলঞ্চ; কেবলং যশশ্চিরং তিষ্ঠতি। কথ্যতে কবিনা—

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন যৌবনম্।
চলাচল মিদংসর্বং কীর্তির্যস্য স জীবতি।।

যশঃ শরীরে এব জনশ্চিরজীবী ভবিষ্যতি। তেন যস্মিন্ কর্মণি যশো বিদ্যতে তৎকর্ম যথা করণীয়ম্, তথৈব যে কর্মণা যশোহানি র্ভবতি অযশশ্চ জায়তে তৎকর্ম পরিহরণীয়ম্। যশসে ইন্দ্রিয়ার্থং স্রক্‌চন্দন ভূষণবণিতানাং কা কথা আত্মনঃ শরীরমপি যশোধনেন নগণ্যতে। প্রিয়তমাদ্ দেহাদপি যশো গরীয়ঃ। যথা রাম, আত্মনপ্রিয়াং পত্নী সীতাং তত্যাজ তথাপি যশোহানিং নেপেক্ষতে স্ম। অতঃ সর্বেষামেব সর্বত্যাগেনাপি যশোলাভার্থং যতিতব্যমিতি।

২। শোণিতকাঙ্ক্ষয়া কিংপদা স্পৃশন্তং দশতি দ্বিজিহ্বঃ।

উত্তর— জগতি যে তাবৎ মানিনস্তে কদাপি মানহানিং নোপক্ষন্তে। পুনরপি স্বধর্মপালনমপি কর্তব্যম্। মানরক্ষার্থং স্বধর্মপালনার্থঞ্চ কদাপি নিষ্ঠুরাচরণং ক্রুরাচরণং বা স্বীকার্যম্। জ্ঞানেনাজ্ঞানেন বা যদি কস্য চিৎ কেনাপি মানহানিকরং কর্ম ক্রিয়তে তর্হি তস্য ক্রোধো জায়তে। অস্মাৎ ক্রোধাৎ অনিষ্টকারিণো বিনাশোঽপি সম্ভবেৎ। যথা সর্পঃ ন কদাপি

রক্তপিপাসুঃ। সর্পঃ সিংহশার্দুলবৎ নরান্ ভক্ষয়িতুং ন ধাবতি কিন্তু যদি কোঽপি জনঃ দৃষ্টা অদৃষ্টা বা কমপি সর্পং পাদেন তাড়য়তি তর্হি স সর্প ক্রোধাৎ তং দশতি। এতদ্দংশনং শোণিতপানায় ন, বৈরনির্যাতনায় এব।

প্রসঙ্গক্রমেন বিচার্যং, রামেণ রক্ষোনিধনং ন তু সীতোদ্ধারণায় তত্র মুখ্যকারণং রঘুকুলবধূহরণেন রাবনো রঘুকুলস্য মর্যাদাং লঙ্ঘিতবান্ তেন রঘুপতিঃ ক্রোধাৎ ক্ষত্রধর্মরক্ষণায় বৈরনির্যাতনায়চ রাবণং নিজঘান। অত্র জ্ঞাতব্যম্, আত্মমর্যাদাঘাতকঃ কদাপি কেনাপি ন ক্ষন্তব্যঃ, তত্র হিংসা ন নিন্দনীয়া ইতি।

৩। ছায়া হি ভূমে শশিনো মলত্বেনারোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ।।

উত্তর— ইহ খলু জগতি তত্ত্বজ্ঞো জনো দুর্লভ এব। তেন প্রায়শঃ অযথার্থং যথার্থমিব সমাদৃতং ভবতি। সত্যমেব 'মায়াময়মিদং জগৎ'। অত্র সর্বদা এব জনানাং রজ্জৌ সর্পভ্রমঃ ইব ভ্রান্তি দরীদৃশ্যতে। প্রায়শঃ তত্ত্বাজ্ঞানাভাবাৎ যথার্থং অনাদৃতং সৎ অন্তরালে তিষ্ঠতি, অযথার্থতা যথার্থস্য পদং গৃহ্ণাতি। যথা নিরবদ্যশ্চন্দ্রো লোকত এবাসৌ কলঙ্কী, ন তু তত্ত্বতঃ। যস্মিন্ মলিনতা দৃশ্যতে সা হি ভূমেশ্ছায়া। কিন্তু প্রজা যথা ভূপ্রতিবিম্বং নির্মলে চন্দ্রে কলঙ্কত্বেনারোপয়তি, নির্মলস্বভাবায়াঃ সীতায়া রাবণগৃহে বাসমপি তথা তস্যাঃ পবিত্রে চরিত্রে কলঙ্কত্বেন কল্পয়তীত্যর্থঃ।

৪। আজ্ঞাগুরূণাংহ্যবিচারণীয়া

উত্তর— কোঽপি জনো মাতৃগর্ভাৎ শিক্ষিতো ভূত্বা ন জায়তে। জন্মনঃ পরং পিত্রাদীনাং গুরুজনানাং নিদেশেন ক্রমেণ সদসদবিষয়ান্ নির্ণেতুং শক্নুবন্তি সর্বে জনাঃ। তেনাস্মাক্ নীতিশাস্ত্রকারাঃ কথয়ন্তি যৎ গুরূণাং জননীজনকাবাচার্যাদীনাং বচনানি অবিচার্য তব পালনীয়ানি। তে সদা সন্মার্গমুপদিশতি, সর্বে বহুদর্শিনঃ অভিজ্ঞাশ্চ, অতঃ তেষাং আদেশো নির্দেশো বা শুভদঃসুখদশ্চ। তৎ পালনে যদি কাপি ক্ষতির্জায়তে তর্হি স্বয়ং নাপরাদ্ধোভবতি। তেন কার্যসাধনায় গুরূণামাদেশপালনং সুকরম্। অতঃ যদ্যপ্যত্র সীতাবিসর্জন রূপো গুরোর্জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুঃ রামচন্দ্রস্য আদেশো নিতরাং কঠোর ইব পরিলক্ষ্যতে তথাপি লক্ষ্মণ আপ্তবাক্যং গুরোর্বাক্যম্ অবিচার্যমিতি স্মরন্ সীতাং পরিত্যত্যাজ ইত্যর্থঃ।

৫। মোহাদভূৎ কষ্টতরঃ প্রবোধঃ

উত্তর— অস্মিন্ জীবজগতি চেতনা এব সুখদুঃখানুভবস্য প্রধানং সাধনম্। যস্য চেতনা নাস্তি স জড় এব, তস্য সুখেন আনন্দং ন ভবতি, দুঃখেন বা উদ্বেগো ন জায়তে। চেতনাহীনস্য সুখং কিং দুঃখং বা কিম্? যদা চেতনা বিদ্যতে অনুকূলং বিষয়ং অভীষ্টং বস্তু বা প্রাপ্য সুখমনুবতি চিত্তমানন্দোৎফুল্লং ভবতি। প্রতিকূলতায়াং নিরানন্দো ভবতি দুঃখঞ্চানুভতি সা দশা নিতরাং কষ্টপ্রদা। যদা তু চেতনা ন বিদ্যতে তদা জীবদেহে এবং কোঽপি অনুভবো না জায়তে। যথা জড়ানাং চেতনারহিতানাং সুখদুঃখবোধো ন দৃশ্যতে।

অত্রাপি সীতা যদা চেতনাহীনাসীৎ তদা তস্যাঃ বিনাপরাধেন নির্বাসনজো দুঃখবোধো ন জায়তে, যদা তু সজ্ঞাপ্রাপ্য চেতনাবতী আসীৎ তদৈব সা মর্মপীড়য়া আকুলা বভূবঃ অতঃ প্রতিকূলাবস্থায়াং প্রবোধঃ মোহাৎ কষ্টতরইতি মর্মার্থঃ।

Scanned with OKEN Scanner